সংবাদ

তারিখ ... 10-OCT 2013 ...
পৃঃ ৮০ কলাম ২

শরণখোলায় শিক্ষকের হাতে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য প্রহৃত : শিক্ষক বরখাস্ত

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের শরণখোলার ঐতিহ্যবাহী রায়েন্দা পাইলট হাই স্কুলের কারিগরি শাখার সহকারী শিক্ষক কামাল হোসেন ওরফে টর্নেডো কামালের হাতে একই বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ফারুক তালুকদার প্রহৃত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত সোমবার দুপুরে বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে অনাকাঙ্ক্ষিত এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, বিদ্যালয়ের এক ছাত্রের ফরম পূরণকে কেন্দ্র করে কমিটির সদস্য ও শিক্ষকের মধ্যে মৃদু কথা কাটাকাটি হয়। এ সময় উত্তেজিত শিক্ষক ওই সদস্যকে কিল-ঘুষি মারে। ঘটনার পর ম্যানেজিং কমিটি তাৎক্ষণিক এক জরুরি সভায় উক্ত ওই শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হয়েছে। এর আগেও ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সঙ্গে অসদাচরণসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মো. ফারুক তালুকদার অভিযোগ করে বলেন, আমি এবং ম্যানেজিং কমিটির অপর সদস্য মো. আবু বকর সুপারিশ করে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি থেকে কিছু টাকা মওকুফ করিয়ে কারিগরি শাখার দশম শ্রেণীর দরিদ্র ছাত্র মো. হাসিব মোল্লার ফরম পূরণ করাই। বিষয়টি নিয়ে ওইদিন অফিস কক্ষে বসে একই শাখার শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেনের সঙ্গে আমি আলোচনা করছিলাম। এ সময় শিক্ষক কামাল হোসেন এসে বলেন, তিনিই ওই ছাত্রের ফরম পূরণের টাকা মওকুফ করিয়েছেন বলে দাবি করেন। তার এ কথার প্রতিবাদ করলে তিনি আমাকে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। একপর্যায়ে আমার গায়ে হাত তোলেন। এর আগে ওই শিক্ষক বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষককে মেরে পার পেয়ে গেছেন। তাছাড়া তার বিরুদ্ধে ছাত্রীদের কুপ্রস্তাব দেয়াসহ অসদাচরণেরও অভিযোগ রয়েছে।

তিনি ওই শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কার দাবি করেছেন। বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, শিক্ষক কামাল হোসেনের অপকর্মের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তিনি কথায় কথায় শিক্ষকদের দেখে নেয়ার হুমকি দেন। তার কাছে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও নিরাপদ নয়। আরও জানা গেছে, ওই শিক্ষক ছাত্রজীবনে শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি জিয়া পরিষদের শরণখোলা উপজেলা শাখার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন। বিএনপি ক্ষমতায় এলে তার বিরোধিতাকারীদের দেখে নেবেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মোতাহার হোসেন জানান, ম্যানেজিং কমিটির একজন সদস্যের গায়ে হাত তুলে ওই শিক্ষক মারাত্মক অপরাধ করেছেন। ঘটনার পরে তাৎক্ষণিকভাবে ম্যানেজিং কমিটির এক জরুরি সভায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত শিক্ষক কামাল হোসেনের কাছে জানতে চাইলে বলেন, ম্যানেজিং কমিটির ওই সদস্য কথাবার্তা বোঝে না, তাই তাকে একটু বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।